দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JAN. ৩০ 2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১ ...

12

প্রোক্টরের বাসায় গুলি ও বোমা হামলা

তীব্র নিন্দা করেছে চ.বি. শিক্ষক সমিতি

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গত ২৭শে জানুয়ারি বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরি সভা সমিতির সভাপতি ড. অনুপম সেনের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. গাজী সালেউদ্দীনের শহরের বাসায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কতিপয় সন্ত্রাসীর কাপুরুষোচিত বোমা হামলা ও গুলিবর্ষণ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এর আগে এই সন্ত্রাসী চক্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বাসে বর্বরোচিতভাবে গুলিবর্ষণ করে ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক এবং প্রাক্তন প্রোক্টর ড. কাজী আহমদ নবীর একমাত্র ছেলে মুশফিকুস সালেহীনকে হত্যা করে। শিক্ষকদের বাসে এবং গৃহে এ জাতীয় বিক্ষিপ্ত কাপুরুষোচিত হামলা যেকোন সভ্য সমাজেই অভাবনীয়। উপরন্তু এই চক্র ১৯৮৬ সাল থেকে বারংবার বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোকে জবরদখল করে আধিপত্য বিস্তার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ এবং স্বাভাবিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। এমনকি একজন প্রাক্তন উপাচার্যকে তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করে তাকে সাব-জেল ঘোষণা করে তারা দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনের প্রতি যে চরম অবমাননা প্রদর্শন করেছে তা নজিরবিহীন।

সভায় বক্তারা বলেন, গত ১৯শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষে ছাত্র-শিবিরের যে দু'জন কর্মী নিহত হয়, সেই দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে তারা এর আগে নিন্দা ও গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে অচল করে রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গামী সকল ট্রেন ও বাস জোর করে বন্ধ রাখা হয়েছে। ট্রেন ও বাস ড্রাইভারদের অপহরণ করে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শিশুদের ক্লাস থেকে বের করে দিয়ে স্কুলও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের গাড়িতে বোমা মেরে তার প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে।

এসব সন্ত্রাসী ঘটনার মূলে রয়েছে ছাত্র নামধারী স্বল্পসংখ্যক সন্ত্রাসী। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশকে দীর্ঘকাল ধরে বার বার বিঘ্নিত করে আসছে। এরা কখনও সংগ্রামী ছাত্রঐক্য, কখনও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। সভায় এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে কার্যকরভাবে বন্ধ করার জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ট্রেন ও বাস চালু করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যও জোর দাবি জানানো হয়।

এদিকে অপর এক বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নূর সাফা জুলহাজ ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ সোহেল প্রোক্টরের বাসভবনে বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে প্রশাসনের ব্যর্থতা ছাত্র-শিক্ষকের নিরাপত্তাসহ হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করেছে, সেশনজট প্রকট করে তুলছে। প্রোক্টরের বাসায় বোমা হামলাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল-স্বাভাবিক ও নিরাপদ এবং শিক্ষার পরিবেশকে গণতান্ত্রিক করতে হবে।" সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।